'অভিযাত্রা' প্রকল্পের সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করছেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মো. জসীম উদ্দিন

পিকেএসএফ-গণসাক্ষরতা অভিযান সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

শুরু হলো 'অভিযাত্রা'

'অভিযাত্রা' শীর্ষক নতুন একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও গণসাক্ষরতা অভিযানের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ১২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী এবং পিকেএসএফ-এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মো. জসীম উদ্দিন এ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ ও গণসাক্ষরতা অভিযানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

উল্লেখ্য, পিকেএসএফ ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশের নির্বাচিত ১৫০টি ইউনিয়নে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে 'সমৃদ্ধি' শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে পিকেএসএফ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুশ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

উপর্যুক্ত কর্মসূচির আওতায় তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ ও দেশপ্রেম জাগ্রত করে তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি প্রকল্প এলাকার সব শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলকভাবে গৃহীত হয়েছে Reaching All Children in Education (RACE) বা 'অভিযাত্রা' প্রকল্প। শিক্ষা নিয়ে কর্মরত ১৭টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে বাস্তবায়নাধীন পরীক্ষামূলক এই প্রকল্পটি ১ মে ২০১৮ তারিখ থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী ৬ মাস পর্যন্ত চলমান থাকবে এবং এই প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে নির্বাচিত ১২টি জেলার ২১টি ইউনিয়নের প্রায় ৩০০টি বিদ্যালয়ের তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষার্থী সরাসরি উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

'বাদ যাবে না কেউ'- এই আদর্শকে ধারণ করে এ প্রকল্পের আওতায় সুবিধাবঞ্চিত সব শিশুর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হবে এবং 'সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক মানসম্মত শিক্ষা' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে।

এসব কর্মসূচির ফলে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষা পদ্ধতি চর্চার সঙ্গে যুক্ত হবে। বিদ্যালয়ে আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হবে। শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা করবে। ফলে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটবে। শিক্ষার্থীদের জীবন আচরণে নৈতিকতার বিকাশ ঘটবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি শিক্ষার মান উন্নয়নে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে শতভাগ শিক্ষার্থীকে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়ে আসা, তাদের মধ্যে সততা, মূল্যবোধ ও দেশপ্রেম জাগ্রত করার লক্ষ্যে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

'অভিযাত্রা' প্রকল্প

তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের বিশেষ উদ্যোগ

সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'পিকেএসএফ' ২০১০ সাল থেকে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির আওতায় অনগ্রসর পরিবারের ছেলে-মেয়েদের বৈকালিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করে আসছে। এসব কেন্দ্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু, বিশেষত প্রাক-প্রাথমিক, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিশুদের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার্থীদের শিখন মান উন্নয়ন এবং বিদ্যালয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ভীতি দূর হচ্ছে। দ্বিতীয় শ্রেণি সমাপনের পর প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হলে এই অনগ্রসর পরিবারের শিশুদের পড়ালেখার ক্ষেত্রে আরও সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে বলে আশা করা যায়। এ লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষ থেকে নির্বাচিত ১২টি জেলার ২১টি ইউনিয়নে Reaching All Children in Education (RACE) বা 'অভিযাত্রা' শীর্ষক একটি পরীক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য-

১. তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং ঝরে পড়া রোধকরণ বিষয়ে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির ন্যায় বৈকালিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন না করে গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক একটি পদ্ধতি প্রণয়ন ও পাইলটিং করা;

২. আদর্শ ও সুনাগরিক গড়ার লক্ষ্যে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দময় শিখন পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে নির্বাচিত এলাকার শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নের পাশাপাশি শিশুদের মধ্যে মূল্যবোধ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা, দায়িত্ববোধ সর্বোপরি নৈতিকতা উন্নয়নে সহায়তা করা;

৩. প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত সব (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দলিত, উপকূলীয় অঞ্চল প্রভৃতি এলাকার) শিশুর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিয়মিতকরণ ও ঝরেপড়া রোধে সহায়তা করা।

এই কার্যক্রমের ফলে নির্বাচিত এলাকার সব বিদ্যালয়ে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উন্নয়ন ঘটবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতি বাড়বে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির সভা এবং মা সমাবেশসমূহ নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হবে। বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় গঠিত সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক নিয়মিত পর্যালোচনার উদ্যোগ নেওয়ার মাধ্যমে অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির ফলে সামাজিক শৃঙ্খলার উন্নয়ন ঘটবে।

'অভিযাত্রা' প্রকল্পের সহযোগী সংগঠন ও কর্মএলাকা

ক্রম	সহযোগী সংগঠন	জেলা	উপজেলা	প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়ন
১.	গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা	ভোলা	বোরহানউদ্দীন	গঙ্গাপুর
			তজুমদ্দিন	চাঁচড়া
২.	পরিবার উন্নয়ন সংস্থা (এফডিএ)		চরফ্যাশন	আসলামপুর
৩.	আশ্রয় ফাউন্ডেশন	খুলনা	ডুমুরিয়া	শরাফপুর
৪.	উন্নয়ন		ডুমুরিয়া	ভাণ্ডারপাড়া
			বটিয়াঘাটা	জলমা
৫.	মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর	আমঝুপি
৬.	দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস)		মেহেরপুর সদর	কুতুবপুর
৭.	পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সংস্থা (পিএসকেএস)		মুজিবনগর	মোনাখালী
৮.	এসেড হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর	তেঘরিয়া
৯.	এনডেভার		নবীগঞ্জ	করগাঁও
১০.	হীড বাংলাদেশ	মৌলভী-বাজার	রাজনগর	পাঁচগাঁও
			কমলগঞ্জ	আদমপুর
১১.	ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)	পাবনা	বেড়া	চাকলা
		সিরাজগঞ্জ	কামারখন্দ	ঝাঐল
১২.	ইউডিপিএস		রায়গঞ্জ	চান্দাইকোনা
১৩.	ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)	রাঙামাটি	কাপ্তাই	ওয়াগ্গা
১৪.	ইপ্সা	চট্টগ্রাম	সীতাকুণ্ড	সৈয়দপুর
১৫.	বেডো	নওগাঁ	নওগাঁ সদর	বোয়ালিয়া
১৬.	সেরা নেত্রকোনা	নেত্রকোনা	দুর্গাপুর	বিরিশিরি
১৭.	গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র	দিনাজপুর	বিরামপুর	জোতবানী

শিশুর শিখন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) নির্ধারিত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা তথা প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন এবং দক্ষতাসমূহ টেকসই করার লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণিকক্ষ বহির্ভূত কার্যক্রমে দলীয় শিখন, সৃজনশীল লিখন, উপকরণভিত্তিক শিখন প্রক্রিয়ার অনুশীলনসহ কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিখন পদ্ধতি প্রয়োগের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে শিশুরা পড়তে শিখবে এবং শেখার জন্য পড়তে উদ্বুদ্ধ হবে। এর মাধ্যমে তাদের মেধার বিকাশ ঘটবে, সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং নৈতিকতা ও জীবনদক্ষতার উন্নয়ন ঘটবে।

সর্বোপরি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও জাতীয়তাবোধ সম্পর্কিত ধারণার উন্মেষ ঘটবে, যা তাদের দেশপ্রেমে উজ্জীবিত আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করবে।

উপর্যুক্ত পরীক্ষামূলক প্রকল্পটির মেয়াদকাল ১ মে ২০১৮ তারিখ থেকে পরবর্তী ৬ মাস।

গিয়াসউদ্দিন আহমেদ

'অভিযাত্রা' প্রকল্প
ধারণাপ্রদায়ী প্রশিক্ষণ ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

সমাপনী অধিবেশনে বক্তব্য দেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পরিচালক গোকুল কৃষ্ণ ঘোষ

গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহায়তায় গত ১৫-১৬ মে ২০১৮ তারিখে অভিযান প্রশিক্ষণ কক্ষে 'অভিযাত্রা' প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ধারণা প্রদায়ী প্রশিক্ষণ ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের নির্বাচিত ১৭টি সহযোগী সংগঠনের ৩৮ জন ফোকাল পার্সন ও প্রজেক্ট অফিসার অংশগ্রহণ করেন। সভায় সূচনা বক্তব্য দেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ। তিনি সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ১২টি জেলার ২১টি ইউনিয়নে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ, মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, শিক্ষার্থীদের মাঝে দেশপ্রেম, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে পারদর্শী করা এবং লেখাপড়াকে আকর্ষণীয় করাই এ প্রকল্পের লক্ষ্য। এরপর সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন অভিযানের কার্যক্রম ব্যবস্থাপক ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান।

সভার প্রথম দিনে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে 'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি'র গঠনপ্রক্রিয়া ও দায়-দায়িত্ব এবং প্রকল্পের বেইসলাইন সার্ভে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া সহযোগী সংগঠনের সঙ্গে 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের সমঝোতা স্মারক ও আর্থিক গাইডলাইন চূড়ান্ত করা হয়। সভায় পিকেএসএফ-এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভার দ্বিতীয় দিন বিদ্যালয়ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া (এসেম্বলি, বৃক্ষরোপণ, আনন্দদায়ক শিক্ষা, শিক্ষামেলা, মা সমাবেশ), প্রকল্প কর্মকর্তার দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। এরপর অভিযানের পরিচালক তাসনীম আত্হারের সঞ্চালনায় সহযোগী সংগঠনের আওতাধীন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়।

সভার সমাপনী অধিবেশনে এনজিও ব্যুরোর পরিচালক গোকুল কৃষ্ণ ঘোষ প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই এবং শিক্ষা ব্যতীত কোনো জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ, আনন্দদায়ক শিক্ষা লাভ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে এই প্রকল্প সহায়ক হবে। সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ১৭টি লক্ষ্য আছে। লক্ষ্য ৪-এ বর্ণিত 'শিক্ষা' বিষয়টিকে উপেক্ষা করে অন্য লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। লেখাপড়ার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। সবাইকে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

কাজী আশিক এলাহী

পরিকল্পনা সভা
'অভিযাত্রা' প্রকল্প বাস্তবায়ন

পরিকল্পনা সভায় বক্তব্য দেন পিকেএসএফ-এর প্রোগ্রাম অফিসার মো. গোলাম রব্বানী (মাঝে)

১০ মে ২০১৮ তারিখে অভিযান প্রশিক্ষণ কক্ষে 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদ সদস্য অধ্যাপক শফি আহমেদ এবং প্রোগ্রাম অফিসার মো. গোলাম রব্বানী। এ সভায় 'অভিযাত্রা' প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ১৭টি সংস্থার নির্বাহী প্রধান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ (ফোকাল পার্সন) উপস্থিত ছিলেন। গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক তাসনীম আত্হারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় কীভাবে আগামী ছয় মাসে এই প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তার কর্মপরিকল্পনা নিয়ে সহযোগী সংঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা হয়।

গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ সবাইকে স্বাগত জানান। স্বাগত বক্তব্যে তিনি বলেন, বাংলাদেশে সকল শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য পিকেএসএফ-এর সহায়তায় 'অভিযাত্রা' প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় জনগণকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সচেতন করা সম্ভব হলে জনগণই পারবে শতভাগ স্কুলে ভর্তি এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে। এই উদ্দেশ্যে 'অভিযাত্রা' প্রকল্পে আমরা একটি মডেল তৈরি করতে চাই।

পিকেএসএফ-এর বোর্ড সদস্য অধ্যাপক শফি আহমেদ বলেন, অভিযান ও পিকেএসএফ 'অভিযাত্রা' নামে যে প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে তার মূল জায়গা হলো- মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে সামাজিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। গণসাক্ষরতা অভিযানের এ ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আছে। আশা করি, এ কাজটি তারা সফলভাবে করতে পারবে।

পিকেএসএফ প্রতিনিধি প্রোগ্রাম অফিসার মো. গোলাম রব্বানী বলেন, 'পিকেএসএফ শুধু ঋণ কর্মসূচি নিয়ে সীমাবদ্ধ না থেকে উন্নয়নের নানা ক্ষেত্রে কাজ করার উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে 'সমৃদ্ধি' প্রকল্পে শিশুশ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষার জন্য কাজ করছে। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য গণসাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'অভিযাত্রা' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ভালো ফলাফল আমরা 'সমৃদ্ধি' প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করব।' তাই সম্মিলিতভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার জন্য তিনি সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

আবু রেজা

প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. জসীম উদ্দিন, ডানে পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. দেলোয়ার হোসেন, পিকেএসএফ-এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস

কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষাবিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের আওতায় ৩-৫ জুন ২০১৮ তারিখে 'কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষাবিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণটি এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ্-এর প্রশিক্ষণ কক্ষে আয়োজিত হয়। উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণে মাঠ পর্যায়ে 'অভিযাত্রা' প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ১৭টি সহযোগী সংস্থা থেকে ৩ জন নারী প্রতিনিধিসহ মোট ২৯ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। গণসাক্ষরতা অভিযানের উর্ধ্বতন প্রশিক্ষকগণ উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণে অধিবেশন পরিচালনা করেন। এ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীরা বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার, দেয়ালিকা তৈরি, শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পদ্ধতিকে আনন্দদায়ক করার কৌশল, দলীয় কাজের মাধ্যমে পাঠদান, কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি সম্পর্কে হাতেকলমে কাজের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করেন।

তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর উপ-পরিচালক মো. দেলোয়ার হোসেন ও শিক্ষা অফিসার (ইনোভেশন) মো. শরিফুল ইসলাম, পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মো. জসীম উদ্দিন ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস।

প্রশিক্ষণের সমাপনী অধিবেশনে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. জসীম উদ্দিন বলেন, আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো আমরা মানুষ। একজন ভালো শিক্ষার্থী হওয়ার চেয়ে একজন ভালো মানুষ হওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরো বলেন, আমি আমার কাজের মাধ্যমে সমাজ ও দেশের জন্য কিছু করতে চাই। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. দেলোয়ার হোসেন প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলেন, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ একসঙ্গে কাজ করলে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে জনঅংশগ্রহণের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

এ প্রশিক্ষণের একটি কর্ম অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ও উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা আলোকিত মানুষ গড়তে চাই। এর মানে আমরা নিজে শিক্ষাগ্রহণ করে নিজের উন্নয়ন করতে চাই, পাশাপাশি অন্যকে শিক্ষাগ্রহণে সহযোগিতা করে উন্নয়নের স্রোতধারায় সামিল হতে উৎসাহিত করতে চাই। আমাদের কাজের মাধ্যমে আমরা অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ মানুষ গড়ে তুলতে চাই।

উর্মিলা সরকার

সহযোগী সংগঠনের সঙ্গে 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের অবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভা

গণসাক্ষরতা অভিযান সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'পিকেএসএফ'-এর আর্থিক সহযোগিতায় নির্বাচিত ২১টি ইউনিয়নে 'অভিযাত্রা' শীর্ষক একটি পরীক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে গণসাক্ষরতা অভিযান তৃণমূল পর্যায়ে নির্বাচিত ১৭টি সহযোগী সংগঠন নিয়ে যৌথভাবে কাজ করবে। এ লক্ষ্যে ৩০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে 'পিকেএসএফ'-এর উদ্যোগে নির্বাচিত সহযোগী সংগঠনসমূহের সঙ্গে প্রকল্পের পরিচিতি বিষয়ক একটি মতবিনিময় সভা 'পিকেএসএফ' কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মো. জসীম উদ্দিন স্বাগত বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, ছয় মাসের এ কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি মডেল তৈরি করতে হবে, যার সফলতার ওপর ভিত্তি করে পিকেএসএফ পরবর্তী সময়ে এই কার্যক্রম অন্যান্য জায়গায় চালু করতে পারে। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর জেনারেল ম্যানেজার (টিমলিডার, সমৃদ্ধি প্রকল্প) মো. মশিয়ার রহমান ও সিনিয়র এডিটোরিয়াল এডভাইজার শফি আহমেদ। গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষে সভায় উপস্থিত ছিলেন পরিচালক তাসনীম আতহার, উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ ও কে. এম. এনামুল হক।

সভায় নির্বাচিত সহযোগী সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ 'পিকেএসএফ' ও গণসাক্ষরতা অভিযানকে 'অভিযাত্রা' প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। এই কার্যক্রমের ফলে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধিসহ এসএমসি ও পিটিএ'র সভা নিয়মিত হবে। সামাজিক শৃঙ্খলার উন্নয়ন ঘটবে, যেমন- বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসার পথে শিশুদের (বিশেষ করে মেয়েশিশুদের) ঝুঁকিহ্রাস, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শিশুশ্রম নিরসন ও সার্বিকভাবে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও জাতীয়তাবোধ সম্পর্কিত ধারণার উন্মেষ ঘটবে, যা তাদের দেশপ্রেমে উজ্জীবিত আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করবে।

রেহেনা বেগম

স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে মেহেরপুরের শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির মতবিনিময়

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, ঝরে পড়া রোধ, সকল শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তিসহ শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক করতে ১১ জুলাই ২০১৮ তারিখে মেহেরপুর সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সভা কক্ষে উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে আমঝুপি শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সদস্যদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)-এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের আওতায় এ সভা আয়োজিত হয়। আমঝুপি শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সহ-সভাপতি ও জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আপিল উদ্দীন। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ শফিকুর রহমান, এস. এম. জয়নুল আবেদীন এবং শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সদস্য আজগর আলী মাস্টার, শহিদুল্লাহ ও আমঝুপি সরকারি প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ জাহিদুল ইসলাম। 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসহ বিস্তারিত কর্মসূচি তুলে ধরেন প্রকল্প কর্মকর্তা সাদ আহম্মেদ। মতবিনিময় সভায় আলোচনাক্রমে আমঝুপি ইউনিয়নে

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আপিল উদ্দিন (সর্বডানে)

প্রতিটি বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ, ফুলের বাগান তৈরি, নিয়মিত দেয়াল পত্রিকা প্রকাশসহ বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিখনবান্ধব ও আনন্দময় করতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

সাদ আহম্মেদ

খুলনার জলমা ইউনিয়ন শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির শিক্ষার উন্নয়নে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও উন্নয়ন-খুলনার যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের আওতায় ২৪ মে ২০১৮ তারিখে খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার জলমা ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে ইউনিয়ন শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উন্নয়ন সংস্থার প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। 'অভিযাত্রা'র প্রকল্প কর্মকর্তা শেখ এহতেশাম সালেক 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। এ সভায় শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠন প্রক্রিয়া আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে জলমা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলহাজ শেখ আশিকুজ্জামানকে সভাপতি ও 'অভিযাত্রা'র প্রকল্প কর্মকর্তা শেখ এহতেশাম সালেককে সদস্য সচিব নির্বাচিত করে ২১ সদস্যবিশিষ্ট ইউনিয়ন শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠিত হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যের মধ্যে আছেন জনপ্রতিনিধি, এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য, প্রাথমিক শিক্ষক, এসএমসি'র সদস্য, স্লিপ/স্যাক কমিটির সদস্য, অভিভাবক প্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতা, যুব প্রতিনিধি, বিদ্যোৎসাহী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। নির্বাচিত শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির ওরিয়েন্টেশন প্রদান করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের এসডিপিএম সাকিবা খাতুন ও ডিপিএম রেহেনা বেগম। এরপর কমিটির সবার অংশগ্রহণে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়। নির্বাচিত শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ জলমা

বক্তব্য রাখছেন জলমা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সভাপতি আলহাজ শেখ আশিকুজ্জামান

ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সবাই মিলে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। সমাপনী বক্তব্যে কমিটির সভাপতি জলমা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলহাজ শেখ আশিকুজ্জামান শিক্ষা উন্নয়ন কমিটিকে শুভেচ্ছা জানান এবং কমিটির সকল সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে মিলেমিশে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

আবু রেজা

স্থানীয় পর্যায়ে ২১টি ইউনিয়নে শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠন

তৃণমূল পর্যায়ে 'অভিযাত্রা' প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ইউনিয়নভিত্তিক একটি করে 'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি' গঠন করা হয়েছে। 'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি' হলো ইউনিয়নভিত্তিক একটি সুসংগঠিত দল, যারা ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সার্বিক মনিটরিংয়ের দায়িত্ব পালন করবেন। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা সাধারণত ১৯ থেকে ২১-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। 'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি' গঠনের অংশ হিসেবে উপর্যুক্ত উপজেলার সরকারি কর্মকর্তা বিশেষ করে জেলা/উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার জনগণের উপস্থিতিতে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। মতবিনিময় সভায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে 'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি' গঠন করা হয়।

নিম্নোক্ত তারিখে বর্ণিত ইউনিয়নসমূহে শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠিত হয়:

তারিখ	ইউনিয়ন	সহযোগী সংস্থা
২৪ মে, ২০১৮	চান্দাইকোনা	ইউডিপিএস, সিরাজগঞ্জ
২৪ মে, ২০১৮	তেঘরিয়া	এসেড হবিগঞ্জ
২৪ মে, ২০১৮	জলমা	উন্নয়ন, খুলনা
২৬ মে, ২০১৮	গঙ্গাপুর	জিজেইউএস, ভোলা
২৭ মে, ২০১৮	চাঁচড়া	
২৭ মে , ২০১৮	শরাফপুর	আশ্রয় ফাউন্ডেশন, খুলনা
২৮ মে , ২০১৮	মোনাখালী	পিএসকেএস, মেহেরপুর
২৮ মে, ২০১৮	বিরিশিরি	সেরা, নেত্রকোনা
২৯ মে, ২০১৮	আসলামপুর	এফডিএ, ভোলা
২৯ মে, ২০১৮	আমঝুপি	মউক, মেহেরপুর
২৯ মে, ২০১৮	চাকলা	এনডিপি, সিরাজগঞ্জ
৩০ মে, ২০১৮	ঝাঐল	
৩০ মে, ২০১৮	কুতুবপুর	ডিবিএস, মেহেরপুর
৩০ মে, ২০১৮	ভাণ্ডারপাড়া	উন্নয়ন, খুলনা
৩১ মে, ২০১৮	সৈয়দপুর	ইপসা, চট্টগ্রাম
৬ জুন, ২০১৮	বোয়ালিয়া	বেডো, নওগাঁ
৭ জুন, ২০১৮	জোতবানী	জিবিকে, দিনাজপুর
৭ জুন, ২০১৮	পাঁচগাঁও	হীড বাংলাদেশ, মৌলভীবাজার
৭ জুন, ২০১৮	আদমপুর	
৯ জুন, ২০১৮	করগাঁও	এনডেভার, হবিগঞ্জ
১০ জুন, ২০১৮	ওয়াগ্গা	আইডিএফ, রাঙামাটি

'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি' সদস্যদের প্রকল্প বিষয়ে ধারণা প্রদান ও তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্য একটি ওরিয়েন্টেশন এবং মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উপর্যুক্ত সভার মাধ্যমে 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য 'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি'র কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

কাজী আশিক এলাহী

শিক্ষার মান উন্নয়নে 'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি'র সদস্যদের দায়িত্ব

জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ যারা ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য অবদান রাখতে পারবেন বা কাজ করতে পারবেন তারা 'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি'র সদস্য নির্বাচিত হবেন। ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিটির সদস্যগণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করবেন। যেহেতু ইউনিয়নের শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে 'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি'র সদস্যগণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করবেন, সেই কারণে সভা/ওরিয়েন্টেশন/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের জন্য কোনো যাতায়াত ভাতা বা সম্মানী বরাদ্দ রাখা হয়নি। 'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি'র সদস্যদের দায়িত্বসমূহ হলো:

১. 'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি' গঠনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভা, কমিটি গঠন ও ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ;

২. 'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি'র কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও পর্যালোচনা সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ, মতামত ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান;

৩. ইউনিয়নের বেইসলাইন তৈরি ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার কাজে সহায়তা প্রদান;

৪. শিশুভর্তি ও ঝরে পড়া রোধ বিষয়ক বিভিন্ন প্রচারণায়/কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;

৫. 'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি' কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন ও সহায়তা প্রদান;

৬. সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে সহায়তা প্রদান, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কমিটির আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও মতামত প্রদান;

৭. আদর্শ এবং সুনাগরিক গড়ার লক্ষ্যে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দময় শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করে নির্বাচিত এলাকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা, বৈষম্য দূরীকরণ, দায়িত্ববোধ এবং সর্বোপরি নৈতিকতা উন্নয়নে সহায়তা করা;

৮. ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে 'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি'র পক্ষ থেকে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে এডভোকেসি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;

৯. বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকায় প্রতিবন্ধী শিশু চিহ্নিতকরণ ও তাদের বিদ্যালয়ে ভর্তির উদ্যোগ গ্রহণ এবং

১০. SLIP–এর আওতায় বিদ্যালয়ে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ।

গিয়াসউদ্দিন আহমেদ

ভোলার আসলামপুর ইউনিয়ন 'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি'র স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে কাজ করার প্রত্যয়

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও এফডিএ-এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের আওতায় ২৯ মে ২০১৮ তারিখে ভোলার আসলামপুর আজাহার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইউনিয়ন শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠন ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোঃ লুৎফর রহমান তালুকদার। পরিবার উন্নয়ন সংস্থার ঋণ সমন্বয়কারী মোঃ ফরিদ হোসেনের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। পরিবার উন্নয়ন সংস্থা, সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও 'অভিযাত্রা' প্রকল্প পরিচিতি ও সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন প্রকল্প সমন্বয়কারী শংকর চন্দ্র দেবনাথ। পরে শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠন প্রক্রিয়া আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে স্থানীয় সমাজসেবক ও আসলামপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ নুরে আলম মাস্টারকে সভাপতি ও প্রকল্প সমন্বয়কারী শংকর চন্দ্র দেবনাথকে সদস্য সচিব নির্বাচিত করে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট ইউনিয়ন শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠিত হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যের মধ্যে আছেন জনপ্রতিনিধি, এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য, প্রাথমিক শিক্ষক, এসএমসি'র সদস্য, স্লিপ/স্যাক কমিটির সদস্য, অভিভাবক প্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতা, যুব প্রতিনিধি, বিদ্যোৎসাহী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। নির্বাচিত শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির ওরিয়েন্টেশন দেন গণসাক্ষরতা অভিযানের ঊর্ধ্বতন উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক গিয়াসউদ্দিন আহমেদ ও মোঃ এনামুল হক খান তাপস। নির্বাচিত শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ আসলামপুর ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে নিরলসভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর জয়দেব মিস্ত্রী, এফডিএ আসলামপুর শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ মিরাজ উদ্দিন, 'অভিযাত্রা'র প্রকল্প কর্মকর্তা মোঃ আলী রাজিব প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী কৃষিবিদ মোঃ আরাফাত রহমান পলাশ।

আসলামপুর ইউনিয়নে শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠন ও পরিকল্পনা সভায় অতিথিবর্গ

মোঃ আলী রাজিব

কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষাবিষয়ক ওরিয়েন্টেশনে শিক্ষার মান উন্নয়নে কর্ম-অঙ্গীকার

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি (ইউডিপিএস)-এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের আওতায় ২৭-২৮ জুন ২০১৮ তারিখে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় ইউডিপিএস-এর চান্দাইকোনা শাখা অফিস হল রুমে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আখতারুজ্জামান, ইউডিপিএস-এর উপ-পরিচালক (অপারেশন) মোঃ আল আমিন সিকদার, সাবেক উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান ও রায়গঞ্জ উপজেলা শ্রেষ্ঠ এসএমসি সভাপতি মোঃ আমিনুল ইসলাম শিহাব প্রমুখ। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন ইউডিপিএস-এর উপ-পরিচালক (অপারেশন) মোঃ আল আমিন সিকদার, ওরিয়েন্টেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর এসডিপিএম সাকিবা খাতুন। ওরিয়েন্টেশনে রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আখতারুজ্জামান, গণসাক্ষরতা অভিযান-এর এসডিপিএম সাকিবা খাতুন, সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী চৌ. মো. আবু আব্দুল্লাহ, 'অভিযাত্রা'র প্রকল্প কর্মকর্তা এম. এ. মতিন লেলিন প্রমুখ। ওরিয়েন্টেশনের আলোচ্যসূচির মধ্যে ছিল বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি পর্যালোচনা ও দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ, কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দময় শিক্ষা, কার্যকর শিখন প্রক্রিয়া ও শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি, বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, কেমন বিদ্যালয় চাই ইত্যাদি। ওরিয়েন্টেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে কর্ম-অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ওরিয়েন্টেশনের সমাপনী বক্তব্যে অতিথিরা বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষিত ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক শিক্ষার ভিত মজবুত করতে হবে। কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হলে বিদ্যালয়ের বাইরের পরিবেশ যেমন সুন্দর হওয়া প্রয়োজন তেমনি সুন্দর হওয়া প্রয়োজন শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ। তবেই কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এ জন্য শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবক ও এসএমসি সকলকে সচেতন হতে হবে ও সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। আমরা বিদ্যালয়ে আনন্দময় পরিবেশ চাই।

বক্তব্য দেন সাবেক উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান ও রায়গঞ্জ উপজেলা শ্রেষ্ঠ এসএমসি সভাপতি মোঃ আমিনুল ইসলাম শিহাব

সান্ত্বনা আইউব

পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারা বিতরণ

প্রতি বছর ৫ জুন সরকারিভাবে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ সদর উপজেলার তেঘরিয়া ইউনিয়নের শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে ৫ জুন ২০১৮ তারিখে তেঘরিয়া ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির দুই হাজার চারা বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা। চারা বিতরণ করেন তেঘরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সভাপতি মোঃ আনু মিয়া। এ উপলক্ষে তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'এ চারাগুলো স্কুলের আঙিনা, যাতায়াতের পথ ও বাড়িসংলগ্ন পতিত জায়গা ও পথের ধারে রোপণ করবে। চারা গাছের যত্ন করতে হবে। এ চারাগাছ একদিন বড় হয়ে অনেক টাকার সম্পদ হবে। আর তোমরাও লেখাপড়া শিখে হবে দেশের সম্পদ।' এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সরকার আবুল কালাম আজাদ। তিনি বলেন, 'এ ইউনিয়নের সব বিদ্যালয়ে চারা বিতরণের যে উদ্যোগ শুরু হয়েছে এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে ইউনিয়নে সবুজায়ন হবে এবং তা জলবায়ুর পরিবর্তন রোধে সহায়ক হবে। এই গাছ থেকে আমরা নির্মল বাতাস ও ছায়া পাব এবং তা আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করবে। শুধু তাই নয়, এই গাছ আমাদের ফল দেবে, কাঠ দেবে, অর্থ দেবে।' এ সময় রোজা ও ঈদ উপলক্ষে

চারা বিতরণ করছেন তেঘরিয়া ইউপি চেয়ারম্যান ও শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সভাপতি মোঃ আনু মিয়া এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সরকার আবুল কালাম আজাদ (ডানে)

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারা প্রদান করা সম্ভব হয়নি। তবে এ কার্যক্রমের আওতায় পর্যায়ক্রমে তেঘরিয়া ইউনিয়নের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারা বিতরণ করা হবে বলে ইউনিয়ন শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়। উল্লেখ্য, পিকেএসএফ-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড হবিগঞ্জ-এর যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় পর্যায়ে 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

আবু রেজা

'অভিযাত্রা' প্রকল্পের সুবাতাস বইতে শুরু করেছে

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড হবিগঞ্জ-এর যৌথ উদ্যোগে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার তেঘরিয়া ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে 'অভিযাত্রা' প্রকল্প। প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৪ মে ২০১৮ তারিখে গঠিত হয়েছে শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধসম্পন্ন দেশপ্রেমিক ও সুনাগরিক হিসেবে গড়া তোলা এবং প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ। এ লক্ষ্যে তেঘরিয়া শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এরই মধ্যে শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। কমিটির উদ্যোগে জেলা ও উপজেলার শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের অভিভাবক সভা এবং শিক্ষক, এসএমসি ও শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সদস্যদের নিয়ে দুই দিনব্যাপী কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষাবিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন হয়েছে। নিয়মিত বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ শুরু হয়েছে। এসব কার্যক্রমের ফলে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাড়া পড়েছে। ফলে এসব বিদ্যালয়ে গান, ছড়া, কবিতা, ছবি আঁকার চর্চা শুরু হয়েছে। উপকরণ সংগ্রহের ব্যবস্থা হচ্ছে। বিদ্যালয়ে সততার দোকান স্থাপন ও

গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেয়াল পত্রিকা পড়ছে

দেয়ালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। রিডিং কর্নার ও বাগান তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এর প্রভাব পড়ছে শিশুদের ওপর। শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি মনে করছে, 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। এর ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ আনন্দময় হবে, শিশুরা বিদ্যালয়মুখী হবে, ঝরে পড়া রোধ নিশ্চিত হবে।

কাজল সমাদ্দার

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক প্রাইমারি এডুকেশন নিউজলেটার 'প্রয়াস' প্রকাশিত হলো। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৯১৩০৪২৭, ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org
www.facebook.com/campebd, www.twitter.com/campebd